স্কুল এমপিওভুক্ত, কিন্তু শিক্ষক নেই। তাই ক্লাস নেন বিদ্যালয়ের নাইটগার্ড, আয়া ও পিয়ন। এই চিত্র শৈলকুপার নিত্যানন্দনপুর ইউনিয়নের নিত্যানন্দপুর গ্রামে অবস্থিত হাজী মো. শামসুদ্দিন নি¤œ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের।

২০১২ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শিক্ষক আসাদুজ্জামান, নাসিরুল ইসলাম, আমির হামজা, রচনা খাতুনসহ কয়েকজন বিনা বেতনে নিয়মিত পাঠদান করতেন। প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হওয়ায় সভাপতি সাহাবুল ইসলাম সাবু ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক রনজিৎ কুমার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষকদের সরিয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে শিক্ষক চাহিদা পাঠিয়েছেন।

advertisement

সরেজমিনে বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি একেবারেই কম। গড়ে প্রতি ক্লাসে ৮ থেকে ১০ জন করে শিক্ষার্থী। ঠিকমতো ক্লাস চলছে না। সম্প্রতি বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, অষ্টম শ্রেণির ক্লাস নিচ্ছেন নাইটগার্ড আবু আহম্মেদ ক্লাস। এই নতুন এমপিওভুক্ত নি¤œ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষক নেই। আর শিক্ষক হিসেবে যারা আছেন তাদের নিয়োগপত্র বা একাডেমিক সনদ নেই বলে তারা জানান।

দশম শ্রেণির এক ছাত্র জানায়, আগে যেসব শিক্ষক ছিলেন, তাদের আসতে দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের সামনে পরীক্ষা। আর ক্লাস নিচ্ছেন স্কুলের নাইটগার্ড রাশিদুল, দপ্তরি গোপাল ও আয়া নাসিমা আক্তার আদুরি। তারা নিজেরাই লেখাপড়া ভালো জানেন না, আমাদের কী শেখাবেন। সাথী খাতুন নামের এক ছাত্রী জানায়, আগে যেখানে আমাদের ক্লাসে

প্রতিদিন ৩৫-৪০ জন ছাত্রছাত্রী আসত। এখন ১০-১২ জনও আসে না। আগের স্যাররা অনেক ভালো পড়াতেন। আমরা তাদের শিক্ষক হিসেবে পেতে চাই।

শরিফুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক বলেন, যারা বিনা বেতনে শিক্ষাদান করে বিদ্যালয়টি এ পর্যায়ে এনেছেন, তাদের অবদানকে বাদ দিয়ে বিদ্যালয়ের সভাপতি সাবু নিয়োগ বাণিজ্য করার জন্য যে বদ্ধি এঁটেছেন, তা ঠিক না।

বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক আসাদুজ্জামান ও আমির হামজা বলেন, খেয়ে না খেয়ে কষ্ট করে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করলাম। আজ আমাদের আমাদের কোনো মূল্যায়ন নেই। বিদ্যালয়টিতে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক মোটা অঙ্কের টাকা হাতানোর চেষ্টায় ব্যস্ত।

এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক রনজিৎ বলেন, শিক্ষক ছাড়া এভাবে ক্লাস নেওয়া ঠিক না। তারপরও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ক্লাহ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমান নিয়মানুযায়ী আগের শিক্ষকদের নিবন্ধন না থাকায় তারা স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারবেন না বিধায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষক এসে গেলে শিক্ষকরাই ক্লাস নেবেন। এমনভাবে আর ক্লাস নেওয়া হবে না।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের সভাপতি সাহাবুল ইসলাম সাবু বলেন, শিক্ষক না থাকায় এভাবে কিছুদিনের জন্য তাদেরকে ক্লাস নিতে বলেছি। বিদ্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ হলে এ সমস্যা কেটে যাবে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহাম্মেদ খান বলেন, শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এমন সমস্যা হতে পারে। বিদ্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী এনটিআরসি বরাবর শিক্ষক চাইলে সে মোতাবেক নিয়মানুযায়ী খুব শিগগির শিক্ষক নিয়োগ হয়ে যাবে।